ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-VI, July, 2026, Page No. 2301-2309
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.06W.493

আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থিত বাঙালি সমাজ, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি বাস্তবিক বিশ্লেষণ

মৌমিতা ঘোষ, *স্বাধীন গবেষক, কোকরাঝাড়, অসম, ভারত*

Received: 15.07.2026; Accepted: 25.07.2026; Available online: 31.07.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

"A realistic analysis of the bengali society, language, literature and culture situated in the brahmaputra valley of assam The Bengali presence in the Brahmaputra valley is a complex tapestry of historical migration, cultural adaptation and political survival. Unlike the Barak valley (where Bengalis are the absolute majority). The Bengalis in the Brahmaputra valley live alongside the dominant assamese community, leading to a unique socio-cultural dynamic.

This phrase refers to a comprehensive, objectives and sociological study of how the Bengali speaking population in Assam's Brahmaputra valley has navigated its identity, linguishtic heritage and literary pursuits alongside the dominant Assamese comunity.

Demographics and society analyze the historical migration of Bengalis to the region (from colonial times to partition) examining how this demographic shift has influenced the socio-political landscape and the relationship between communities.

Linguistic Evolution looks at the duality of maintaining Bengalis as a mother tongue while simultanously adapting to Assamese as the state's official language. It also touches on how local Bengali dialects (like sylheti) have merged with regional cultures.

Literary contributions explore how bengali writers, residing in Assam have contributed to both Bengali literature and bridged the gap between Bengali and Assamese Literary traditions.

Cultural Hybridity Investigates how these communities share festivals foods and folk traditions, resulting in a syncretic culture despite political and historical tensions.

In cities like Guwahati, Silghat, Tezpur, Dibrugarh and Tinsukia, the Bengali population is largely hindu. They are deeply integrated into urban economy.

Bengalis have achieved the deepest level of assimilation. They speak Assamese flawlessy often with the local upper Assam and send their children to Assamese medium schools. Their integration into local Bihu committees and comunity organizations is seamless.

Keywords: Brahmaputra Valley, Bengali Community, Language and Identity, Cultural Integration, Assam Society

আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসরত বাঙালি সমাজ, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বহুস্তর বিশিষ্ট। এটি ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং আন্ত:সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফসল। এই উপত্যকায় বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি নতুন নয়, ঐতিহাসিক আমল অর্থাৎ আহোম রাজত্বকাল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ শাসনামল পর্যন্ত বিস্তৃত। যদি নিখুঁত ভাবে বলতে হয় তো এভাবে বলা যায় যে ত্রয়োদশ শতকে রাজা দুর্লভ নারায়ণের রাজত্বকালে এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ আমলে (১৮৭৪) সিলেট আসামে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাঙালিদের আগমন ঘটে, এবং এই সময় থেকেই স্থানীয় ও অভিবাসী কবি লেখকদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে। ঔপনিবেশিক আমলে বাঙালি অভিবাসনের প্রধান কারণ ছিল প্রশাসনিক প্রয়োজন এবং তৎপরবর্তী সময়ে দেশভাগের কারণেও পূর্ববঙ্গ থেকে বিপুল সংখ্যক বাঙালির অনুপ্রবেশ ঘটে। তার পাশাপাশি চা বাগান, রেলপথ ও কৃষক ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হওয়ার দরুনও পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) বিভিন্ন জেলা থেকে মানুষ আসামে পাড়ি জমান। এই উপত্যকায় বাঙালিদের অভিবাসনের ইতিহাস, বসতিস্থাপনের ধরণ এবং সময়ের সঙ্গে তাদের জনমিতিক পরিবর্তনের ফলে তাদের সমাজ ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি আসামের মূল স্রোতের সঙ্গে এক অনন্য সংমিশ্রণ তৈরি করেছে। আসাম মূলত অসমীয়া ভাষাভাষীদের অঞ্চল হলেও, এখানে দীর্ঘকাল ধরে বসবাসরত বাঙালির বাংলা ভাষা এই উপত্যকার জনমিতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে টিকে রয়েছে।

এই অঞ্চলের বহুত্ববাদী পরিবেশে বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, ভাষাগত বিবর্তন, সাংস্কৃতিক রূপান্তর এবং স্থানীয় অসমীয়া সংস্কৃতির সঙ্গে আদান-প্রদান বা আত্মিকরণের প্রক্রিয়াটি বৈজ্ঞানিক বা বস্তুনিষ্ঠভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে ভাষা, খাদ্যাভাস, পোশাক, পরিচ্ছদ, বিবাহ ও লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রভাব প্রচুর রয়েছে। আসলে এখানের বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় বৃহত্তর হিন্দু অসমীয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে যে এই অঞ্চলের বাঙালিরা কেবল নিজেদের সংস্কৃতি লালনই করেননা, বরং স্থানীয় বিভিন্ন লোক-উৎসব ও খাদ্যাভাসও গ্রহণ করেছেন। তাই বাংলা প্রবাদ-প্রবচন ও যাপিত জীবনের আচার অনুষ্ঠান থেকে এই অঞ্চলের সমাজ বাস্তবতাকে বুঝতে সাহায্য করে। তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন যাত্রার মান মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে স্থানীয় অর্থনীতিতে (কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সরকারি চাকরি) ইত্যাদিতে এই জনগোষ্ঠী অর্থাৎ বাঙালি সম্প্রদায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান সময়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিরা তাদের অস্তিত্ব ও নাগরিকত্বের অধিকার নিয়ে এক আইনি ও সামাজিক টানাপোড়নের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষা সরকারি মর্যাদা পেলেও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিদের সংখ্যালঘু হিসেবে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে প্রতিনিয়ত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়।

বাঙালি সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট ও সচেতনতার যথেষ্ট প্রয়োজন। কারণ পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে নিজস্ব মাতৃভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন, সঙ্গে চ্যালেঞ্জ সমূহ চিহ্নিত করে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে তুলে ধরা অত্যন্ত অবশ্যকীয় কারণ বর্তমান আসামের বাঙালির যে অস্তিত্বের সংকট তা যেন ভবিষ্যতে অস্তিত্বহীনে পরিণত না হয়। এই সমস্যা থেকে সুরাহা পেতে এবং এই উপত্যকায় আমাদের জাতিকে বিকশিত বা উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সচেতন মানসিকতাও বহন করা যথেষ্ট প্রয়োজন।

ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে ভাষা আন্দোলন এবং বর্তমান নাগরিকত্ব সংকট পর্যন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভাষা ও জাতীয়তায় রাজনীতি আসামে একটি অতি সংবেদনশীল বিষয় কারণ আসাম বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর জায়গা। এই অঞ্চলের ভাষাগত

বৈচিত্র্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাই সকলেই নিজেদের ভাষা সংরক্ষণে সচেতন।উত্তর পূর্ব ভারতের নাতুউইস্ট (নিয়মতান্ত্রিক) রাজনীতি এবং আসাম আন্দোলনের সময়কাল থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিরা এক গভীর পরিচয় সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। নাগরিকত্ব (NRC) এবং ভাষা সংক্রান্ত আইনগুলোর কারণে বাঙালিদের একটি বড় অংশকে প্রায়শই বহিরাগত বা অবৈধ অভিবাসী হিসেবে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। এর ফলে তারা নিজেদের বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা তৈরির ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

জনতাত্ত্বিক গবেষণায় উঠে এসেছে যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি যেমন ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, বড়পেটা, কোকরাঝাড়, বঙাইগাঁও, নগাঁও এবং কামরূপ জেলায় বাংলা ভাষাভাষী মানুষের ব্যাপক বসতি রয়েছে। সরকারি নথিপত্র এবং মাঠপর্যায়ের তথ্যের মধ্যে অমিল তো রয়েছেই তবু সরকারি তথ্য অনুযায়ী এই উপত্যকায় মোট জনসংখ্যার প্রায় 22% জনসংখ্যার মাতৃভাষা বাংলা। অবশেষে বলা অবশ্যক যে জনমিতিক তথ্য, অভিবাসনের হার এবং সমাজ অর্থনীতি এক বিপরীত ইতিহাসের পরিকাঠামো তৈরি করে। তাই সাংস্কৃতিক আধিপত্য নিয়ে স্থানীয় অসমীয়া বুদ্ধিজীবী এবং অভিবাসিত বাঙালিদের মধ্যে প্রায়শই রাজনৈতিক ও সামাজিক টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য চর্চার ইতিহাস এক সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত অধ্যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত আসাম, ত্রিপুরা ও অন্যান্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা নিজস্ব স্বকীয়তায় বিকশিত হয়েছে।

এখানকার বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-অসমীয়া বাংলা সমন্বয়। অনেক বাঙালি লেখক অসমীয়া ভাষায় লিখেছেন, আবার অনেক অসমীয়া সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। দুই সংস্কৃতির এই মেলবন্ধন এখানকার কথা সাহিত্যে স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। অসমীয়া সাহিত্যের বিকাশে অনেক বাঙালি সাহিত্যিক যেমন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার সময়ে সাহিত্য চর্চায় বাংলা ভাষার অবদান অনস্বীকার্য। মধ্যযুগ থেকে এই অঞ্চলের বাংলা সাহিত্য চর্চার বিকাশ ঘটে কোচবিহার, কামতা ও কাছাড়ের রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায়। পরবর্তী কালে ব্রিটিশ আমলে বিশেষ করে ১৮২৬ সালে ইয়াণ্ডাবু চুক্তির পর এবং সিলেট ও কাছাড় আসামের অন্তর্ভুক্ত হলে বাংলা ভাষা সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এভাবেই পরবর্তী সময়েও এই বিকাশের যাত্রাপথ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে চলতে থাকে যেমন দেশভাগের সময়কালে দেশভাগ কেন্দ্রিক আখ্যানকে ঘিরে চলে এভাবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে পা মিলিয়ে আমাদের বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলে এই উপত্যকার বাংলা সাহিত্য।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রচিত বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্তু পাঠ বা মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে এই উপত্যকার প্রথিতযশা বাঙালি ঔপন্যাসিক যেমন অজিত দত্ত, দেবিপ্রসাদ সিংহ মানিক দাস, মৃদুল কান্তি দে, সমর দেব আদি। তাঁদের লেখায় অন্যান্য ঘটনার পাশাপাশি এই অঞ্চলের সমাজ বাস্তবতার টানাপোড়নের ছবি প্রবল ভাবে ফুটে উঠেছে।

বরাক উপত্যকার মতো ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতেও (যেমন গুয়াহাটি, ধুবড়ি বা কোকরাঝাড় অঞ্চল) লিটিল ম্যাগাজিন বা ছোটো পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের মূল বিকাশ ঘটে। এই উপত্যকায় রচিত বাঙালি সাহিত্য ও উপন্যাসে স্থানীয় লেখকেরা এই অঞ্চলের মাটির গল্প, চা বাগানের জীবন এবং ব্রহ্মপুত্রের প্রকৃতি ও এই নদীর অববাহিকার মানুষের সংগ্রামকে তাঁদের কবিতায় ও উপন্যাসে তুলে ধরেন। এমনকি অসমীয়া বাঙালির সম্পর্কের মনোস্তাত্বিক দিক গুলো গভীর ভাবে প্রতিফলিত হয়। বাংলা লোক-নাট্য ও সংগীত চর্চা এখানকার গ্রামীন বাঙালি জনজীবনে টিকে আছে, যা আসামের সামগ্রিক বহুত্ববাদী সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাহিত্যিক ও গবেষক বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্যিকে 'বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় (চর অঞ্চলে) বসবাসরত বাঙালি মুসলিমরা প্রধানত কৃষি নির্ভর। তাদের জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং লোকসংস্কৃতি ব্রহ্মপুত্রের বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমাজ সংস্কৃতিতে পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালী, জারি, সারিগানের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। যা স্থানীয় উপজাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এক মিশ্র রূপ লাভ করেছে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালি সমাজ মূলত কৃষিনির্ভর এবং বহুধাবিভক্ত। ভূমিপুত্র অসমীয়া, বড়ো সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার পাশাপাশি এরা নিজেদের ঐতিহ্য ও খাদ্যাভাস যেমন শুকনো মাছ, শাক সবজি ও নদীকেন্দ্রিক রান্না-বান্না টিকিয়ে রেখেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়েও এই অঞ্চলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রয়েছে। বিভিন্ন স্কুল কলেজ বাংলা মাধ্যমে চালু রয়েছে। আবার অন্য দিকে এই অঞ্চলে বাংলা সাহিত্য সভা, নাট্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডও সংগঠিত হয়।

বারংবার উল্লেখিত সেই একই কথা এই অঞ্চলের বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যে বাংলাভাষী মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনেও স্থানীয় জাতি বা জনজাতি গোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে এবং তারা ওতপ্রোতভাবে একে অপরের সঙ্গে জড়িত।

এখানে উদযাপিত প্রধান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো উল্লেখ করতে গেলে বলা যায়–

১. দুর্গা পূজা: দুর্গা পূজা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গুয়াহাটি, ধুবড়ি, ডিব্রুগড় সহ প্রত্যেক শহরে অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে উদযাপিত হয়। এটি যদিও বিশ্ববাসী বাঙালিদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলন মেলা কিন্তু এখানকার বাঙালি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্থানীয় অসমীয়া বড়ো এবং আরও অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি অনন্য সাংস্কৃতিক মিশ্রণ তৈরি করেছে যেমন বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে অসমীয়া সংস্কৃতির বাহক সাদা লালে মোড়া গামছা, শরাই মিশে গেছে। বাঙালির বহু অনুষ্ঠানে আমরা এগুলোর অবস্থান সাধারণত দেখি। এমন আরও বহু উদাহরণ রয়েছে। এই দুই সংস্কৃতির মিশ্রণ বা সমন্বয়ের চিত্র আরও বিভিন্ন জায়গায় আমরা প্রত্যক্ষ করি।

২. বিহু ও বাঙালি সংস্কৃতি: এখানকার বাঙালিরা অসমীয়াদের প্রধান উৎসব রঙালী বিহু ও ভোগালি বিহু অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করে। বিহুর মঞ্চগুলোতে বাংলা গান ও রবীন্দ্রসংগীতের পরিবেশন এই অঞ্চলের সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ।

৩. নদীকেন্দ্রিক উৎসব: ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে প্রতি বছর বিভিন্ন লোক উৎসব যেমন ব্রহ্মপুত্র ফেস্টিভ্যাল বা বিড় নানা মেলা অনুষ্ঠিত হয় যেমন বাঙালি ও অসমীয়া শিল্পীরা একসাথে তাঁদের লোক সংস্কৃতির প্রদর্শন করে।

৪. পয়লা বৈশাখ ও রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী: নতুন বছরকে বরণ করে এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম এর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে স্থানীয় বিভিন্ন ক্লাব ও সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাটক ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

সুবিশাল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে বিভিন্ন জাতিজনগোষ্ঠী বা উপজাতির প্রবীণ ব্যক্তি, সাহিত্যিক ও চর এলাকার মানুষের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে বাঙালি সমাজ, সংস্কৃতি, উৎসব বিবাহ ও লোকাচারের সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রতিফলিত হয়। আর এটাই স্বাভাবিক, বাস্তবিক ও বৈজ্ঞানিক প্রতিফলন। তাই আমরা বলতে পারি যে (socio-cultural assimilation) দ্বি-সাংস্কৃতিক আত্মীকরণ বা বহু সাংস্কৃতিক আত্মীকরণ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমাজ বাস্তবতার প্রধান বৈশিষ্ট্য| অবশেষে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দীর্ঘদিনের স্থায়ী বাঙালি পরিবারগুলো বিশেষ করে (গোয়ালপাড়া ও কাছাড় সংলগ্ন অঞ্চলের) দ্বি- ভাষিক বা বহু ভাষিক (Bi-Lingual &Multi-Lingual) তারা নিজ ঘরে বাংলা ভাষা ব্যবহার করলেও সামাজিক ও বাহ্যিক জীবনে অসমীয়া বড়ো কার্বি রাভা নেপালি ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর ভাবে মিশে গেছে। আসামের বৈষ্ণব সংস্কৃতি নামঘর ও বিহু উৎসবে এই অঞ্চলের বাঙালিদের অংশগ্রহণ এক অনন্য সাংস্কৃতিক সমন্বয় তৈরি করেছে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিদের কথ্য ভাষায় বাংলা ও অসমীয়া ভাষার সংমিশ্রণ ঘটে। শিলং, গুয়াহাটি ও কোকরাঝাড় সহ বিভিন্ন এলাকায় সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি নিজস্ব পত্র পত্রিকা ও সাহিত্য উৎসবের মাধ্যমে বাংলা ভাষা চর্চিত হয়। বাঙালিরা প্রমিত বাংলার পাশাপাশি ভাটিয়ালি গোয়ালপারিয়া, সিলেটি ও মৈথিলী (হাউলি) ভাষার টানে কথা বলে, যা স্থানীয় ভাষাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। গোয়ালপাড়িয়া বা রাজবংশী বাংলা এই উপত্যকার পশ্চিমাঞ্চলে (বিশেষ করে ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, কোকরাঝাড় ও বঙাইগাঁও জেলায়) যে বাংলা উপভাষাটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, তা হলো গোয়ালপাড়িয়া বা রাজবংশী বাংলা। এটি প্রমিত বাংলা থেকে বেশ আলাদা। এই উপভাষায় অসমীয়া, কামরুপী এবং রাজবংশী ভাষার এক চমৎকার মিশ্রণ দেখা যায়।

আসামের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ বাংলায় কথা বলে আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রায় ষাট লক্ষ মানুষের কথ্য ভাষা বাংলা। যদি গভীরভাবে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থিত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ও উপজাতি গোষ্ঠীদের তুলনায় বাঙালিরা তাদের ভাষা নিয়ে ততটা সচেতন নয় যতটা প্রয়োজন ছিল। সুতরাং বাঙালিদের এই বিষয়ে একটু অধিক সচেতন হওয়া জরুরি।

আসামের বাংলাভাষার ধরণ বা গঠনগত রূপ পূর্ববঙ্গের ভাষা অর্থাৎ বাঙালি ভাষা যা পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ, নোয়াখালী বা রংপুর জেলার ভাষার একটি রূপ কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের এই অঞ্চলের দেশীয় ভাষার প্রভাবে বাঙালিদের বাংলা ভাষাটি একটি অনন্য উপভাষার রূপ লাভ করেছে। প্রমিত বাংলার 'ছ' বা 'শ' ধ্বনি অনেক সময় এই উপভাষায় 'হ' বা 'স' এর মতো উচ্চারিত হয় যেমন ছয় হয়। এমনকি অসমীয়া ভাষার বাক্য কাঠামোর অনুসরণে ক্রিয়াপদের ব্যবহারে বেশ ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে এরূপ গড়ে উঠেছে। আসামের বাংলা চর্চার ইতিহাস বেশ প্রাচীন, বিশেষ করে ১৯১১ সাল পর্যন্ত গোয়ালপাড়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দ্বাপ্তরিক ও সাহিত্যিক কাজ বাংলাতেই সম্পন্ন হতো।

গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ি অঞ্চলের প্রচলিত বাংলা উপভাষার নিজস্ব লোকরঞ্জন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিশেষ করে ভাওয়াইয়া এবং চটকা গান এই অঞ্চলের মানুষের প্রাণ। হাতির মাহুতোদের জীবন নিয়ে রচিত বিখ্যাত লোকগান "ও মোর মাহুত বন্ধু রে" এই অঞ্চলের এক অমূল্য সৃষ্টি।

প্রাচীন কাল থেকেই অঞ্চলভেদে ভাষার পার্থক্য স্বাভাবিক বিষয়। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক কারণে ভাষার শব্দ ও উচ্চারণগত পরিবর্তন ঘটে। ভাষাবিদ ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে প্রতি ১৫ থেকে ২০ কিলোমিটার পর পর ভাষার পরিবর্তন বা আঞ্চলিক রূপভেদ দেখা যায়। আর ঐসব বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের রূপ গুলোকে স্বতন্ত্র উপভাষা বলে পরিগণিত হয়। ভাষাবিদ ড. রামেশ্বর শ এর মতে যেমন বাংলা ও অসমীয়া ভাষা প্রথমে একই ভাষার দুটি উপভাষা ছিল পরে ক্রমে বঙ্গদেশ ও অসমের ভাষায় পার্থক্য ঘটে। আসামের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষ বাংলায় কথা বলে আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রায় ষাট লক্ষ মানুষের কথ্য ভাষা বাংলা। যদি গভীরভাবে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় অবস্থিত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ও উপজাতি গোষ্ঠীদের তুলনায় বাঙালিরা তাদের ভাষা নিয়ে ততটা সচেতন নয় যতটা প্রয়োজন ছিল। সুতরাং বাঙালিদের এই বিষয়ে একটু অধিক সচেতন হওয়া জরুরি।

ভাষাবিদ রামেশ্বর শ এর মতে যেমন বাংলা ও অসমীয়া ভাষা প্রথমে একই ভাষার দুটি উপভাষা ছিল, পরে ক্রমে বঙ্গদেশ ও অসমের ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্য যখন বেড়ে যায় তখন বাংলা ও অসমের আঞ্চলিক রূপ দুটিকে পৃথক ভাষারূপে চিহ্নিত করা হয় -বাংলা ভাষা ও অসমীয়া ভাষা রূপে।

পরে উল্লেখিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালিদের এই কয়েকটি উপভাষা ছাড়াও বহুভাষাভাষীর প্রভাব ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফলে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে নিজস্ব স্বকীয়তায় বিভিন্ন ভাষা বিকাশ লাভ করার চিত্র পরিলক্ষিত করি। যেমন কিছু ব্যবহৃত শব্দ বা ধ্বনি,যা কোনো নির্দিষ্ট বাংলা উপভাষার মধ্যে নাও পড়তে পারে তা অসমীয়া ভাষার কোনো শব্দ এবং বাংলা শব্দের জোড়ায় পরিণত যা কালের গতিতে বয়ে চলে। আবার কিছু কিছু অসমীয়া বাক্যয়াংশও বাংলা ভাষায় জুড়ে গেছে যা এই অঞ্চলের বাঙালিরা তাদের ভাষায় ব্যবহার করে। বিশেষ করে সংখ্যা (Numbers) এর ক্ষেত্রে দেখা যায় অসমীয়া ভাষার সংখ্যার উচ্চারণের প্রভাব বাংলা সংখ্যার ধ্বনি উচ্চারণে মিশ্রণ ঘটে এক অনন্য রূপ তৈরি করে।

এই উপত্যকার চা-জনগোষ্ঠীর বাংলাভাষা একটি স্বতন্ত্র মিশ্র ভাষা, যা মূলত 'বাগানীয়া বাংলা' নামে পরিচিত। আসাম ও উত্তর বঙ্গের বাগানের শ্রমিকরা ব্রিটিশ আমলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল (যেমন-বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ) থেকে এসেছিলেন। তারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য বাংলা, ওড়িয়া, ভোজপুরি এবং অসমীয়া ভাষার মিশ্রণে এই অনন্য ভাষাটি তৈরি করে নেয়। এর মূল কাঠামোটি ধরা হয় বা গঠনগত রূপ থেকেও বোঝা যায় যে বাংলা ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রমিত বাংলার জটিল ব্যাকরণ বাদ দিয়ে অত্যন্ত সহজ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে তারা তাদের ভাষায় এবং তার পাশাপাশি এই উপত্যকার বাগানিয়া বাংলায় প্রচুর অসমীয়া শব্দের মিশ্রণ দেখা যায়।

এই উপত্যকার আরও একটি অনন্য ভাষাগত রূপ হলো "মিয়া বাংলা" যা ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মুসলিম অধিবাসীদের বংশধররা এই ভাষায় কথা বলেন। এই উপভাষাটি মূলত ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা এবং চর (নদী চর) অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। তথাকথিত এই উপভাষায় ময়মনসিংহ ও রংপুরের স্থানীয় বাংলাশব্দের সাথে প্রচুর অসমীয়া এবং কিছু আরবি -ফারসি শব্দ মিশে গেছে। দীর্ঘকাল ধরে অসমীয়া সংস্কৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের দরুন এই তথাকথিত "মিয়া বাংলা" ভাষারও ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে। দৈনন্দিন কথ্য বাংলায় প্রচুর অসমীয়া শব্দ (যেমন লাহে-লাহে, পানি-জল, বেমার-রোগ, বতাহ-বাতাস) স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হয়। এমনকি এই উপত্যকার এই তথাকথিত (মিয়া জনগোষ্ঠী) অর্থাৎ বাংলাভাষী মুসলিমদের একটি বড় অংশ নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষা এবং সরকারি নথিপত্রে অসমীয়া ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ ১৯৫১ সালের জনগণনা থেকে তারা স্থানীয় অসমীয়া সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ

করতে এবং রাজনৈতিক সুরক্ষার জন্য অসমীয়া মাধ্যমের স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন। বর্তমানে এই অঞ্চলের বিশাল জনসংখ্যা ঘরে বাংলায় (বা মিয়া উপভাষা) কথা বললেও বাইরে এবং প্রতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে চমৎকার অসমীয়া ভাষা ব্যবহার করেন।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বাংলা ভাষা প্রায়শই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। অসমীয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলাভাষীদের প্রায়শই বহিরাগত বা অবৈধ অভিবাসী হিসেবে সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে, যার প্রভাব পড়েছে অসমের NRC পত্রিকায়। সাম্প্রতিক বছর গুলোতে মিয়া জনগোষ্ঠীর যুবসমাজ নিজেদের উপভাষায় মিয়া কবিতা লেখার মাধ্যমে নিজেদের দুঃখ দুর্দশা ও পরিচয়ের কথা তুলে ধরেছেন, যা আসামের সাহিত্য ও রাজনীতিতে বেশ সাড়া ফেলেছে।

আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা সাহিত্য এক সুদীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যর অধিকারী। পরবর্তীতে ১৮৭৩ সালে অসমীয়া ভাষা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলেও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার গুয়াহাটি, তেজপুর, নগাঁও, ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, ডিব্রুগড় ও শিবসাগরের মতো শহর গুলোতে বাঙালি বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিকদের হাত ধরে বাংলা সাহিত্য চর্চার একটি স্থায়ী ভিত্তি গড়ে উঠে। আসামের মাটিতে সাহিত্য সাধনা করে যাঁরা বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ড. অমলেন্দু দে-এর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপত্যকার সমাজ জীবনযাত্রা, দেশভাগের যন্ত্রনা এবং অস্তিত্বর সংকট নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে কুমার অজিত দত্ত, সুস্মিতা ভট্টাচার্য-এর নাম উল্লেখযোগ্য। সুধীর সেন তাঁর গবেষণাধর্মী গ্রন্থ "বাংলা সাহিত্যে আসামের বাঙালিদের অবদান" এ- এই উপত্যকার সাহিত্যিক দের কাজের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। বরাক উপত্যকার পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা সাহিত্যেও বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের তৃতীয়ভুবনের এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য অংশ।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা সাহিত্যের একটি নিজস্ব চরিত্র রয়েছে যা পশ্চিমবঙ্গের বা বাংলাদেশের সাহিত্য থেকে আলাদা। এখানকার লেখকদের লেখায় মূলত তিনটি বিষয় প্রাধান্য পায় যেমন অস্তিত্বের সংকট ও দেশভাগ, সমন্বয় ও সম্প্রীতি এবং নদী ও মাটি। এই উপত্যকার বাংলা সাহিত্য চর্চাকে তিনটি প্রধান যুগে ভাগ করা যায়। যেমন প্রথমত প্রাথমিক যুগ– (১৮৩৬-১৯০০) ব্রিটিশ আমলে সরকারি কাজের ভাষা বাংলা থাকায় এই সময়ে মূলত পাঠ্যপুস্তক, অনুবাদ ও ধর্মীয় সাহিত্য রচিত হয়। দ্বিতীয়ত- বিকাশযুগ (১৯০১-১৯৪৭) গুয়াহাটি, ধুবড়ি ও ডিব্রুগড়ে নাট্যচর্চা, সাময়িকী প্রকাশ এবং প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা হয়। আধুনিক যুগ (১৯০০-বর্তমান) দেশভাগ উত্তর সংকট, পরিচয় পত্রের লড়াই, লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন এবং সমসাময়িক জীবনের জটিলতা প্রকাশ।

এই উপত্যকার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে যাঁরা আজীবন কাজ করেছেন, যদিও অনেকেই রয়েছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজনের নাম উল্লেখ করতে হলে বলা যায় ড. সুধীর সেন, তিনি আসামের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান গবেষক। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলো এই অঞ্চলের সাহিত্যের ইতিহাস জানার আকর গ্রন্থ। দ্বিতীয়ত বিজনলাল চৌধুরী, যিনি এই উপত্যকার সমাজ ও মানুষের মনোস্তত্ত্ব নিয়ে বহুস্মরণীয় গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। তৃতীয়ত বলা যায় মানিক দাস ও সমর দে-যাঁরা অসমীয়া সমাজের পটভূমিতে এবং গ্রামীণ জীবন নিয়ে লিখেছেন তাঁদের কথাসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। শেষে বলতে হয় যে তপন মহাপাত্র- ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমসাময়িক ছোটোগল্প ও উপন্যাসে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। আসামের আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম শক্তিশালী কণ্ঠস্বর হলেন দেবীপ্রসাদ সিংহ। প্রগতিশীল সাহিত্য ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে বহু

কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন অনিল রায় চৌধুরী। আধুনিক জীবনবোধ ও মনোস্তাত্বিক জটিলতা নিয়ে কবিতা লেখেন সঞ্জীব দে ও মৃদুলকান্তি দে, যা পাঠকের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা লোক সাহিত্য (Folk literature) অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং বহুমাতৃক। লিখিত সাহিত্যের পাশাপাশি এই উপত্যকার গ্রামীণ বাঙালি সমাজের সমৃদ্ধ লোকসাহিত্যের মূল ভিত্তি হলো এখানকার মানুষের মুখের ভাষা, গ্রামীণ জীবনযাত্রা, নদী কেন্দ্রিক সংস্কৃতি এবং অসমীয়া সংস্কৃতির সঙ্গে দীর্ঘদিনের সামাজিক মেল বন্ধন।

ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে জেগে ওঠা বিভিন্ন চরাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের মুখে মুখে গড়ে উঠেছে এক নিজস্ব লোকসহিত্য। এই উপত্যকার নিম্ন প্রান্তে অবস্থিত গোয়ালপাড়া অঞ্চলের লোকসাহিত্য সমগ্র বাংলা সংস্কৃতির এক অমূল্যরত্ন। এখানকার লোকসাহিত্যের ভাষা হলো গোয়ালপাড়িয়া উপভাষা, যা বাংলা ও অসমীয়া ভাষার এক চমৎকার সংযোগীরূপ। গ্রামীণ প্রেম বিরহ, হাতি ধরার সংস্কৃতি এখানকার লোকসাহিত্য বা লোকগানের মূল উপজীব্য। নদীকেন্দ্রিক জীব, নৌকা চালানো মাঝিদের একাকিত্বের সুরে ফুটে উঠে ভাটিয়ালি ও মুর্শীদ গানে। মহরমের শোকগাথা নিয়ে জারিগান এবং দলবদ্ধভাবে নৌকা বাইচ বা ধান কাটার সময় সারি গান গাওয়া হয়। এই গান গুলোর মৌখিক ঐতিহ্য অত্যন্ত শক্তিশালী।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিভিন্ন লোকনৃত্য বা ছড়াও প্রচলিত আছে যেমন গ্রামীণ নারীদের আচার-অনুষ্ঠান, ব্রত এবং উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রচুর লোক ছড়া গীত বা নৃত্য রয়েছে। অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টিরদেবতা (হুদুম দেও) উদ্দেশ্যে নারীরা রাতে ধান খেতে গিয়ে বিশেষ গান ও নাচ প্রদর্শন করেন। এই গানের ভাষা ও সাহিত্য সম্পূর্ণ লোকায়ত এবং আদিম প্রকৃতির। কার্তিক সংক্রান্তি বা বিভিন্ন গ্রামীণ উৎসবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল–ডাল চাওয়ার সময় এই ছড়া বা গান গুলো গাওয়া হয়। এই অঞ্চলের বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজেই বিয়ের বিভিন্ন আচারের (যেমন গায়ে হলুদ, জল ভরতে যাওয়া) জন্য আলাদা আলাদা লোকগীত রয়েছে। অন্যদিকে প্রবীণ মানুষের মুখে মুখে বহু উপকথা এবং রূপকথা প্রচলিত আছে। এর মধ্যে কিছু গল্পে বাংলার "ঠাকুরমার ঝুলি"র মতো উপাদান রয়েছে, আবার অনেক গল্পে স্থানীয় লোককথা "বুড়ি আইর সাধু" র স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। ভূত-প্রেত, ডাইনি এবং ব্রহ্মপুত্রের কাল্পনিক জলপরী বা জিনের গল্প এখানকার গ্রামীণ লোককথার বড় অংশ। রাজনৈতিক ও সামাজিক টানাপোড়েন মাঝে এখানকার বাঙালিরা নিজেদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বজায় রাখার পাশাপাশি মূল স্রোতের অসমীয়া সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সচেষ্ট।

এই উপত্যকার বিপন্ন উপভাষা ও লোকসংস্কৃতি যেমন লোকনৃত্য, পালাগান, সাহিত্য সংরক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা সম্ভব। এই অঞ্চলের বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির সঠিক গবেষণা, যা ভবিষ্যতে একটি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দলিল তৈরি করবে। সঙ্গে ভুল ধারণা ও কুসংস্কার দূর করতে সাহায্য করবে। তাই এই বিষয়ের গবেষনাধর্মী কাজ অত্যন্ত প্রয়োজন, যার মাধ্যমে দুই সম্প্রদায়ের (বাঙালি ও অসমীয়া) মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার বৃদ্ধি পাবে। যা সামাজিক শান্তি ও সংহতি বজায় রাখতে অত্যন্ত জরুরি।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. রায়, সব্যসাচী। বরাক উপত্যকা প্রসঙ্গে: সত্য ও তথ্য। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন শিলচর, ২০২২।

২. সেনগুপ্ত। ড. জোতির্ময়, আখ্যানের সন্ধানে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা উপন্যাস।

৩. বরাক উপত্যকার ভাষা আন্দোলনের চলমান প্রক্রিয়া ও ভাষা আগ্রাসন (তৃতীয় অধ্যায়)।

৪. Dutta, Dr. pathak Moushumi. Un-reconciled citizenship and a community: The trauma of the bengali hindus in the brahmaputra valley 04 march, 2024

৫. Internet -wikipedia

https://bn. Wikipedia.Org

৬. শ, ড. রামেশ্বর। সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা-২৭। বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯।